বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
সংস্থাপন বিভাগ

পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০

ভূমিকা

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়েল এন্টারপ্রাইজেস (ন্যাশনেলাইজেশন) অর্ডার (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭) বলে "বাংলাদেশ মিনারেলস, অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন" (বিএমওজিসি) এবং ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ বলে "বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন" (বিএমইডিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৪ সালের অর্ডিন্যান্স নং XV-এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর আর্টিক্যাল ১০ সংশোধন করে "বাংলাদেশ অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন"-কে সংক্ষেপে "পেট্রোবাংলা" নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট (এ্যাক্ট নং ৬৯) জারী করা হয়। ১৯৭৪ সালে "অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করর্পোরেশন (রিপিল) এ্যাক্ট" জারীর মাধ্যমে "অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন"-কে বিলুপ্ত করে উহার সকল undertaking "বাংলাদেশ অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন"-এর নিকট হস্তান্তর এবং ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালে জারীকৃত দি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং ৮৮) এর মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টস আমদানী, রিফাইনিং, প্রসেসিং এবং বাজারজাতকরণের জন্য "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন" (বিপিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

"দি বাংলাদেশ অয়েল গ্যাস এন্ড মিনারেল করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫" (অর্ডিন্যান্স নং XXI) এর মাধ্যমে "বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারেল করপোরেশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত অর্ডিন্যান্স দ্বারা ১৯৭২ সনের পি,ও, অর্ডার নং ১২০-এর মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (বিএমইডিসি) এবং ১৯৭২ সালের দি বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়েল এন্টারপ্রাইজেস (ন্যাশনেলাইজেশন) অর্ডার (পি,ও, নং ২৭) সংশোধন করে উক্ত আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত "দি বাংলাদেশ অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)"-কে বিলুপ্ত করা হয় এবং উক্ত করপোরেশনদ্বয়ের সকল কার্যক্রম, প্রকল্প, দায়-দেনা, লোকবল, ইত্যাদি "বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারেল করপোরেশন"-এর নিকট হস্তান্তর ও ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৯ সনে বিওজিএমসি (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স দ্বারা সংস্থাকে সংক্ষিপ্তভাবে "পেট্রোবাংলা" নামকরণ করা হয়।

বর্তমানে এ সংস্থায় ৬৫২ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর বিপরীতে প্রায় ৫০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। এ সংস্থা দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তহবিলের যোগান দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে পেট্রোবাংলার অধীনে মোট ১৩(তের)টি কোম্পানী এবং উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় ৩টি বিদেশী তেল কোম্পানী (কেয়ার্ণ, শেভরন ও তাল্লো) নিয়োজিত আছে। প্রতিটি কোম্পানীর কার্যক্রম পেট্রোবাংলা হতে মনিটরিং করা হলেও কোম্পানীসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাপ্য সুবিধাদির তুলনায় পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আর্থিক সুবিধাদি অনেকাংশে কম পান। পেট্রোবাংলা ও উহার কোম্পানীসমূহে বিদ্যমান কল্যাণ তহবিল বিধিমালা এবং উহার প্রেক্ষাপট ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৪-৭-১৯৯৭ তারিখের স্মারকবলে সরকারী কর্মচারীগণের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনার লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠন, উহার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কল্যাণ তহবিল বিধি বা নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক হওয়ায় পূর্ব নজির অনুযায়ী পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে একটি বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী বিধিমালা প্রণয়ন করা হল। প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী সংস্থায় কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সমভাবে উপকৃত হবেন এবং এতে করে অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের সাথে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত সুবিধাদির ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য আংশিক হলেও লাঘব হবে।

(অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর)
চেয়ারম্যান

পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০

১। শিরোনাম ঃ পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০।

২। প্রবর্তন ঃ "পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা" পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের ২৭-৭-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১১তম সভায় নিশ্চিতকরণ করা হয় বিধায় উক্ত তারিখ হতে অর্থাৎ ২৭-৭-২০১০ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৩। **সংজ্ঞাসমূহ ঃ**

ক) "বিধিমালা" বলতে পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১০ বুঝাবে।

খ) "কল্যাণ তহবিল" অর্থ পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল।

গ) "ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি।

ঘ) "বোর্ড" অর্থ পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ড।

ঙ) "কোম্পানী" বলতে পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানীসমূহ।

চ) "সদস্য" বলতে পেট্রোবাংলার নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী যার বেতন হতে কল্যাণ তহবিল খাতে মাসিক চাঁদা কর্তন করা হয়।

ছ) "বেতন (পে)" বলতে মূল বেতন, বিশেষ বেতন, ব্যক্তিগত বেতন এবং কারিগরি বেতনসহ মূল বেতনকে বুঝাবে।

জ) "চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ" বলতে পেট্রোবাংলার মেডিকেল শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশের আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে চিকিৎসার স্বার্থে যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করা হবে সে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-কে বুঝাবে।

ঝ) দুরারোগ্য ব্যাধি বলতে স্ট্রোক, হৃদরোগ, ক্যান্সার, লিভার ও কিডনীসহ শরীরের যাবতীয় জটিল রোগকে বুঝাবে।

ঞ) "অর্থ বছর" বলতে যে কোন পঞ্জিকা বছরের ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী পঞ্জিকা বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাবে।

ট) "চাঁদা" বলতে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক অথবা তার পক্ষে তার বেতন হতে জমাকৃত অর্থকে বুঝাবে।

ঠ) কর্মরত অবস্থা (On duty) বলতে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনরত অবস্থাকে বুঝাবে (সাধারণ দায়িত্বকাল পরবর্তী সময়, ছুটি, পিআরএল ইত্যাদি কর্মরত অবস্থা বলে গণ্য হবেনা)।

৪। **উদ্দেশ্য ঃ**

ক) কল্যাণ তহবিলের কোন সদস্য দুরারোগ্য জটিল রোগে আক্রান্ত হলে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা সহায়তা করা;

খ) কোন সদস্য চাকুরী থেকে ৫৭ বছর বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার পর পিআরএল/অবসর গ্রহণ করলে পিআরএল/অবসরকালীন সময়ে কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা;

গ) কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে অংগহানি ঘটলে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যয় বাবদ তাঁকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর উত্তরাধিকারীকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান।

ঙ) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জরুরী প্রয়োজনে (ছেলে-মেয়েদের বিবাহ, বাড়ীঘর মেরামত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ/ দূর্ঘটনায় পতিত ও পড়াশুনার ব্যয় ইত্যাদি) সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা, যা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন হতে নিয়মিত কিস্তিতে কর্তনপূর্বক আদায়যোগ্য।

চ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের বৃত্তি এবং ভবিষ্যৎ কর্ম-নির্ধারণে সহায়তার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

ছ) কল্যাণ তহবিলের ফান্ড বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ। উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিলের অর্থ বৃদ্ধি করা যা, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা।

চলমান পাতা-২

৫। **সদস্য পদ ঃ**

ক) পেট্রোবাংলার সকল নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য কল্যাণ তহবিল-এর সদস্য পদ বাধ্যতামূলক।

খ) পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা প্রেষণে অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তারাও কল্যাণ তহবিল-এর সদস্য থাকবেন।

গ) সদস্য পদের জন্য মাসিক বেতন হতে নির্ধারিত হারে অর্থ কর্তন বাধ্যতামূলক ।

ঘ) কল্যাণ তহবিল-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত প্রতিপালন প্রতি সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক।

ঙ) নিয়মিত কর্মকতা-কর্মচারীর চাকুরীর বয়স ৬ মাস হলে এবং নিয়মিত চাঁদা কর্তন করা সাপেক্ষে কল্যাণ তহবিল-এর সকল সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন।

৬। **সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা ঃ**

ক) প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ২০০/-(দু'শ) টাকা হিসেবে কর্তন করা হবে।

খ) সময়ে সময়ে চাঁদার হার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।

৭। **তহবিল-এর উৎস ঃ**

ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হতে মাসিক ২০০/=(দু'শ) টাকা হিসেবে চাঁদা কর্তনযোগ্য।

খ) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের উপর সংস্থা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানার অর্থ।

গ) দরপত্র বিক্রয়মূল্য, পুরাতন/অকেজো পন্যসামগ্রী নিলামে (গাড়ী ছাড়া) বিক্রয়লব্ধ অর্থ, পুরাতন কাগজপত্র (সংবাদপত্রসহ) বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত জামানতের অর্থের উপর অর্জিত সুদ, চাকুরীর আবেদনপত্রের সাথে গৃহীত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/পোষ্টাল অর্ডারের অর্থ।

ঘ) কল্যাণ তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ।

৮। **কল্যান তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ**

পরিচালক (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবেঃ-

ক)	পরিচালক (প্রশাসন)	-	আহবায়ক
খ)	উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)	-	সদস্য
গ)	মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)	-	সদস্য
ঘ)	মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)	-	সদস্য-সচিব
ঙ)	মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)	-	সদস্য
চ)	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, পেট্রোবাংলা অফিসার্স এসোসিয়েশন	-	সদস্য
ছ)	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, পেট্রোবাংলা কর্মচারী ইউনিয়ন	-	সদস্য

চলমান পাতা-৩

৯। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ঃ**

ক) প্রতি ২ মাসে অন্ততঃ ১টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে, জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যেতে পারে।

খ) পরিচালক (প্রশাসন)/আহ্বায়ক সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অনুপস্থিতে উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক (যিনি জ্যেষ্ঠ) সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

গ) কোন বিষয়ে মত-দ্বৈততার উদ্ভব হলে বেশির ভাগ সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ঘ) সভা পরিচালনা, কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং সভার বিজ্ঞপ্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক-এর সম্মতি/অনুমোদনক্রমে সদস্য-সচিব প্রস্তুত করবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বাবধান করবেন। সভার কার্যবিবরণীতে সকল সদস্য স্বাক্ষর করবেন।

১০। **ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ঃ**

ক) কল্যাণ তহবিল বিধিমালা সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব/সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অর্পিত থাকবে।

খ) কল্যাণ তহবিলের অর্থের উৎস বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

গ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ঘ) বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করা।

ঙ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা।

চ) কল্যাণ তহবিল-এর ফান্ড প্রতি বছর পেট্রোবাংলার নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

১১। **কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুরী ঃ**

কল্যাণ তহবিল হতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অনুদান প্রদান করা যাবে ঃ-

চিকিৎসা সহায়তা অনুদান ঃ

ক) কোন সদস্য কোন জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ যথাঃ হৃদরোগ, কিডনী ডাইলোসিস, লিভার সিরোসিস অপারেশন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস-মেলিটাস, বক্ষব্যাধি, কৃত্রিম অংগ প্রত্যংগ সংযোজন সংক্রান্ত রোগ ও দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, ব্রেন হেমারেজ ইত্যাদি জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাবে।

খ) কোন সদস্য কর্মরত অবস্থায় যদি কোন দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে শরীরের কোন অঙ্গে জটিল অপারেশন/চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাবে।

গ) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সমগ্র চাকুরী জীবনে উল্লিখিত দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ১৫,০০০/= (পনের হাজার) টাকা একবারই চিকিৎসা সুবিধা বাবদ অনুদান হিসেবে পাবেন।

১২। **চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদান ঃ**

ক) চাকুরীরত অবস্থায় কোন সদস্য যদি মৃত্যুবরণ করেন, সে ক্ষেত্রে মৃতের পরিবারকে অথবা মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর আর্থিক সংগতি বিবেচনাক্রমে কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন সর্বোচ্চ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা যাবে।

খ) চাকুরীরত অবস্থায় কোন সদস্য চিকিৎসার সহায়তা অনুদান গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করলেও মৃত্যুবরণ অনুদান প্রদেয় হবে।

গ) অবসরোত্তর ছুটিকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করলেও অনুদান প্রদেয় হবে।

চলমান পাতা-৪

১৩। **সুদ মুক্ত ঋণ সর্বোচ্চ ২০,০০০/= টাকা ঃ**

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জরুরী প্রয়োজনে (ছেলে-মেয়েদের বিবাহ, উচ্চ শিক্ষা, ঘরবাড়ী মেরামত, চিকিৎসা প্রভৃতি) সর্বোচ্চ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ (মাসিক বেতন হতে কর্তনযোগ্য)। তবে পূর্ব ঋণ পরিশোধ/সমন্বয় সাপেক্ষে পুণঃ ঋণ প্রদান বিবেচনা করা যাবে।

১৪। **চাকুরীরত অবস্থায়/পিআরএল ভোগরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে দাফন ব্যয় বাবদ অনুদান ঃ**

কর্মরত/পিআরএল ভোগরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুজনিত কারণে দাফন-কাফন বাবদ থোক ২০,০০০/=(বিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদানযোগ্য (মৃত্যুজনিত সনদপত্র দাখিল সাপেক্ষে)।

১৫। **চিকিৎসা অনুদান প্রদানের পদ্ধতি ঃ**

কোন সদস্য অনুচ্ছেদ ১১ (ক) এর বর্ণনানুযায়ী জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান প্রদানের জন্য কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টির সভাপতি বরাবর যদি আবেদন করেন, সে ক্ষেত্রে তার আবেদনের সাথে সংস্থার চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সুপারিশ সম্বলিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্ভাব্য হাসপাতাল/ক্লিনিকের নাম এবং ঐ প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসার সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১৬। **চাঁদা প্রত্যর্পণ ঃ**

কোন সদস্য স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান করলে বা চাকুরী হতে অপসারিত কিংবা বরখাস্ত হলে চাকুরীচ্যুতির তারিখ হতে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হবে এবং তহবিলে পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য চাঁদা প্রদান করে থাকলে নিজের পরিশোধিত চাঁদার অর্থ ফেরৎ পাবেন না। পাঁচ বা ততোধিক বছরের জন্য চাঁদা প্রদান করলে চাঁদার অর্থ মুনাফাবিহীন নিম্নোক্তভাবে ফেরৎ পাবেনঃ

ক)	- স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত	ঃ	০%
	- ছয় বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে	ঃ	৭০%
	- সাত বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে	ঃ	৮০%
	- আট বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে	ঃ	৮৫%
	- নয় বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে	ঃ	৯০%
	- দশ বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে	ঃ	১০০%

খ) তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা প্রদানকালীন সময়ে যদি উক্ত সদস্য তহবিল হতে চিকিৎসা অনুদান পেয়ে থাকেন তা হলে তাঁর ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হবে না।

১৭। **বিনিয়োগ ঃ তহবিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/সিদ্ধান্তক্রমে নিম্নোক্তভাবে কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে ঃ-**

ক) ফিক্সড ডিপোজিট।
খ) আইসিবি শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রয়।
গ) সঞ্চয়পত্র ক্রয়।
ঘ) জমি ক্রয়।
ঙ) অন্য কোন ঝুঁকিবিহীন/লাভজনক বিনিয়োগ।

১৮। **হিসাব পরিচালনা ঃ**

কল্যাণ তহবিল-এর গৃহীত অর্থ পেট্রোসেন্টারস্থ আইএফআইসি ব্যাংকে রাখা হবে, যা কমিটির চেয়ারম্যান অথবা উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) এবং মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)-এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

চলমান পাতা-৫

১৯। **হিসাব ও নিরীক্ষা ঃ**

ক) কল্যাণ তহবিল হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদিগকে প্রদত্ত ঋণ/অনুদান-এর অফিস আদেশ যথারীতি হিসাব বিভাগে দাখিল করবে। হিসাব বিভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট হতে মাসিক ভিত্তিতে ঋণ কর্তনের বিবরণ সংস্থাপন বিভাগে প্রেরণ করবে। হিসাব বিভাগ প্রত্যেক মাসের শেষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট হতে চাঁদা ও ঋণ বাবদ কর্তনকৃত অর্থের চেক কর্তনের স্ব-পক্ষে সংস্থাপন বিভাগে বিবরণীসহ প্রেরণ করবে। সংস্থাপন বিভাগ চেকের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবে।

২০। প্রতি বছরের হিসাব নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৬/৭/১০

(অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর)
চেয়ারম্যান

"বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার"

জাতীয় সম্পদ গ্যাসের অপচয় রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

গোপনীয়

সূত্র নং ঃ ২৮.০২.০০০০.০৭১.০৫.৪৯১.১৭/৮৬০

তারিখ ঃ ১৭-০৭-২০১৭ খ্রিঃ

পরিচালক (প্রশাসন)
পেট্রোবাংলা
ঢাকা।

মহোদয়,

পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের ২৯-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯১তম সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত আপনার সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল :-

দফা-২৮২০/৪৯১/২০১৭ ঃ
"পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০" সংশোধন/পরিবর্ধন অনুমোদন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বিষয়ের কার্যবিবরণী ১৬-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯২তম সভায় নিশ্চয়করণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৭(সাত) দিনের মধ্যে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(সৈয়দ আশফাকুজ্জামান)
সচিব

সংযুক্তি ঃ বোর্ডের সিদ্ধান্তের এক্সট্রাক্ট।

PETROCENTRE. 3 Kawran Bazar C/A, Dhaka 1215, GPO Box 849, Cable: Petrobangla, PABX: 9121010-16, 9121035-41; Fax: 88-02-9120224, Website: www.petrobangla.org.bd, E-mail: petchair@petrobangla.org.bd

১৮৩

পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের ২৯-০৫-২০১৭ তারিখে
অনুষ্ঠিত ৪৯১তম সভার কার্যবিবরণী হতে উদ্ধৃত।

দফা-২৮২০/৪৯১/২০১৭ঃ
"পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০" সংশোধন/পরিবর্ধন অনুমোদন।

১.০০। উপস্থাপন ঃ
উপর্যুক্ত বিষয়ের কার্যপত্র সংস্থার সংস্থাপন বিভাগ হতে অদ্যকার বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং পাঠ করা হয়।

২.০০। আলোচনা ঃ
২.০১। বোর্ডকে অবহিত করা হয় যে, পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের ২৭-০৭-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১১তম সভায় অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিধিমালা সংশোধন করা হয়, যা ১২-১২-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২৮তম সভায় অনুমোদিত হয়।

২.০২। বোর্ডকে জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত সুপারিশ অনুযায়ী "পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০"-এর সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ সংশোধনীর জন্য পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণার্থে উপস্থাপনের লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিলে আরো অর্থ সংস্থানের উপায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্ত ৩০-১১-২০১৬ তারিখে ৭ (সাত) সদস্য-বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

২.০৩। বোর্ডকে অবহিত করা হয় যে, গঠিত কমিটি ০১-০৩-২০১৭ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে সংস্থার সংস্থাপন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হলে কর্তৃপক্ষ অনুমোদন প্রদান করে। কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রণীত প্রস্তাব নিম্নরূপ :-

বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী	সংশোধন/পরিবর্ধনের জন্য প্রস্তাব
৭। তহবিল-এর উৎস ঃ ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হতে ১০০/- (একশত) টাকা হিসেবে প্রদেয় চাঁদা। খ) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ওপর সংস্থা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানার অর্থ। গ) দরপত্র বিক্রয় মূল্য, পুরাতন/অকেজো পণ্য সামগ্রী নিলামে (গাড়ী ছাড়া) বিক্রয়লব্ধ অর্থ, পুরাতন কাগজপত্র (সংবাদপত্রসহ) বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত জামানতের অর্থের ওপর অর্জিত সুদ, চাকুরীর আবেদনপত্রের সাথে গৃহীত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/পোষ্টাল অর্ডারের অর্থ। ঘ) কল্যাণ তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ।	৭। তহবিল-এর উৎস ঃ ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হতে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হিসেবে প্রদেয় চাঁদা। খ) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ওপর সংস্থা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানার অর্থ। গ) দরপত্র বিক্রয় মূল্য, পুরাতন/অকেজো পণ্য সামগ্রী নিলামে (গাড়ী ছাড়া) বিক্রয়লব্ধ অর্থ, পুরাতন কাগজপত্র (সংবাদপত্রসহ) বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত জামানতের অর্থের ওপর অর্জিত সুদ, চাকুরীর আবেদনপত্রের সাথে গৃহীত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/পোষ্টাল অর্ডারের অর্থ। ঘ) কল্যাণ তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ। ঙ) কোম্পানি হতে সংস্থাকে প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা সেবা ব্যয়ের একটি অংশ কল্যাণ তহবিল খাতে স্থানান্তর। চ) সমাজ কল্যাণ খাত এবং অন্যান্য খাত (দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত, Performance Security-সহ ইত্যাদি) হতে অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধকরণ।
১৩। সুদমুক্ত ঋণ সর্বোচ্চ ২০,০০০/= টাকা ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জরুরী প্রয়োজনে (ছেলে-মেয়েদের বিবাহ, উচ্চ শিক্ষা, ঘরবাড়ী মেরামত, চিকিৎসা প্রভৃতি) সর্বোচ্চ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ (মাসিক বেতন হতে কর্তনযোগ্য)। তবে পূর্ব ঋণ	১৩। সুদমুক্ত ঋণ সর্বোচ্চ ৩০,০০০/= টাকা ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জরুরী প্রয়োজনে (ছেলে-মেয়েদের বিবাহ, উচ্চ শিক্ষা, ঘরবাড়ী মেরামত, চিকিৎসা প্রভৃতি) সর্বোচ্চ ১০ বার সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত

১২২

বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী	সংশোধন/পরিবর্ধনের জন্য প্রস্তাব
পরিশোধ/সমন্বয় সাপেক্ষে পুনঃ ঋণ প্রদান বিবেচনা করা যাবে।	ঋণ (মাসিক বেতন হতে কর্তনযোগ্য)। তবে পূর্ব ঋণ পরিশোধ/সমন্বয় সাপেক্ষে পুনঃ ঋণ প্রদান বিবেচনা করা যাবে।
১১। কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুরী ঃ কল্যাণ তহবিল হতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অনুদান প্রদান করা যাবে ঃ চিকিৎসা সহায়তা অনুদান ঃ ক) কোন সদস্য কোন জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ যথাঃ হৃদরোগ, কিডনী ডাইলোসিস, লিভার সিরোসিস অপারেশন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস-মেলিটাস, বক্ষব্যাধি, কৃত্রিম অংগ প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত রোগ ও দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, ব্রেন হেমারেজ ইত্যাদি জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাবে।	১১। কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান মঞ্জুরী ঃ কল্যাণ তহবিল হতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অনুদান প্রদান করা যাবে ঃ চিকিৎসা সহায়তা অনুদান ঃ ক) কোন সদস্য কোন জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ যথাঃ হৃদরোগ, কিডনী ডায়ালোসিস, লিভার সিরোসিস অপারেশন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস-মেলিটাস, বক্ষব্যাধি, কৃত্রিম অংগ প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত রোগ ও দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, ব্রেন হেমারেজ ইত্যাদি জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাবে।
খ) কোন সদস্য কোন জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ যথাঃ হৃদরোগ, কিডনী ডাইলোসিস, লিভার সিরোসিস অপারেশন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস-মেলিটাস, বক্ষব্যাধি, কৃত্রিম অংগ প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত রোগ ও দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, ব্রেন হেমারেজ ইত্যাদি জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাবে।	খ) কোন সদস্য কোন জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ যথাঃ হৃদরোগ, কিডনী ডায়ালোসিস, লিভার সিরোসিস অপারেশন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস-মেলিটাস, বক্ষব্যাধি, কৃত্রিম অংগ প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত রোগ ও দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়া, ব্রেন হেমারেজ ইত্যাদি জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাবে।
গ) কোন সদস্য কর্মরত অবস্থায় যদি কোন দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে শরীরের কোন অঙ্গে জটিল অপারেশন/চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাবে।	গ) কোন সদস্য কর্মরত অবস্থায় যদি কোন দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে শরীরের কোন অঙ্গে জটিল অপারেশন/চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা যাবে।
ঘ) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সমগ্র চাকুরী জীবনে উল্লিখিত দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ১৫,০০০/= (পনের হাজার) টাকা একবারই চিকিৎসা সুবিধা বাবদ অনুদান হিসেবে পাবেন।	ঘ) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সমগ্র চাকুরী জীবনে উল্লিখিত দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা একবারই চিকিৎসা সুবিধা বাবদ অনুদান হিসেবে পাবেন।
১২। পিআরএল শেষে অনুদান অথবা চাকুরীরত/পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদান ঃ ক) পিআরএল শেষে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর অনুকূলে কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা ২০,০০০/- টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ ফেরত/অনুদান পাবেন। খ) চাকুরীরত অবস্থায় অথবা পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় অথবা পিআরএল পরবর্তী অনুদান গ্রহণের পূর্বে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অনুকূলে কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা ২০,০০০/- টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ মৃতের পরিবার অথবা মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ফেরত/অনুদান পাবেন।	১২। পিআরএল শেষে অনুদান অথবা চাকুরীরত/পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদান ঃ ক) পিআরএল-এ গমনকারী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর অনুকূলে কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ ফেরত/অনুদান পাবেন। খ) চাকুরীরত অবস্থায় অথবা পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় অথবা পিআরএল পরবর্তী অনুদান গ্রহণের পূর্বে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অনুকূলে কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ মৃতের পরিবার অথবা মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ফেরত/অনুদান পাবেন।

২.০৪। বোর্ডকে অবহিত করা হয় যে, "পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০" পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের ২৭-০৭-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১১তম সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিধিমালা সংশোধন করা হয়, যা পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের ১২-১২-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২৮তম সভায় অনুমোদিত হয়। যেহেতু বোর্ড কর্তৃক উক্ত বিধিমালা অনুমোদন করা হয়েছে, সেহেতু উহা সংশোধনের ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন আবশ্যক। এছাড়া, পেট্রোবাংলা ৩১-১১-২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে উক্ত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ সংশোধনের জন্য পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে।

২.০৫। সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর/বিভাগের মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক চাঁদা ১০০/- টাকা হতে ১৫০/- টাকা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অন্যদিকে, কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পিআরএল-এ গমন করলে/চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কল্যাণ তহবিল হতে ২০,০০০/- টাকার পরিবর্তে ৩০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে সমগ্র চাকুরী জীবনে একবারই ১৫,০০০/- টাকার পরিবর্তে ২০,০০০/- অনুদান এবং ঋণ (সুদমুক্ত) ২০,০০০/- টাকার পরিবর্তে ৩০,০০০/- টাকা প্রদানে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই। আর্থিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বোর্ডকে জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে উক্ত অর্থের সংস্থান করা হবে। "পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০"-এর সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ সংশোধন/পরিবর্ধনের বিষয়টি পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

২.০৬। বিষয়টি আলোচনাকালে বোর্ড উল্লেখ করে যে, "পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০" এর অনুচ্ছেদ-১১(গ) এ নির্ধারিত ব্যয়বহুল, জটিল ও দূরারোগ্য ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুদান প্রদান হিসেবে প্রস্তাবিত টাকা ২০,০০০/- (বিশ হাজার) এর স্থলে টাকা ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) অনুদান হিসেবে প্রদানের বিষয়ে বোর্ড অভিমত ব্যক্ত করে। এছাড়া, আলোচ্য বিধিমালার অনুচ্ছেদ-১২(খ) এ উল্লিখিত চাকুরীরত অবস্থায় অথবা পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় অথবা পিআরএল পরবর্তী অনুদান গ্রহণের পূর্বে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অনুকূলে তাঁর কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ টাকা ৩০,০০০/- এর পরিবর্তে তাঁর কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা সর্বোচ্চ টাকা ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) এ দু'য়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ মৃতের পরিবার বা মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ফেরত/অনুদান প্রদান করা যেতে পারে মর্মে বোর্ড মতামত ব্যক্ত করে। এছাড়া বোর্ড, অনুচ্ছেদ-২.০৩ এ উল্লিখিত প্রস্তাবিত অন্যান্য সংশোধন/পরিবর্তন অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে বোর্ড অভিমত ব্যক্ত করে।

৩.০০। সিদ্ধান্ত ঃ

বিস্তারিত আলোচনার পর পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ড "পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Welfare Fund) বিধিমালা, ২০১০"-এর সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ সংশোধন/পরিবর্ধনের বিষয়ে অনুচ্ছেদ নম্বর ২.০৬ এর আলোচনা অনুযায়ী অনুচ্ছেদ নম্বর ২.০৩ এর প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)-কে পরামর্শ প্রদান করে।

গোপনীয়

জাতীয় সম্পদ গ্যাসের অপচয় রোধ করে
জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

সূত্র নং ঃ ৯৩.০৩.৪২৭/১৪৪

তারিখ ঃ ১৩-১২-২০১১

পরিচালক (প্রশাসন) পরিদপ্তর	
মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)	
মহাব্যবস্থাপক (সেবা)	
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	
উপ-ব্যবস্থাপক (চিকিৎসা)	
সহঃ ব্যবস্থাপক (সমন্বয়)	
নং ও তাং	

পেট্রোবাংলা
সংস্থাপন বিভাগ
গ্রহণ নং ...
স্বাক্ষর ...
তারিখ ...

পরিচালক (প্রশাসন)
পেট্রোবাংলা,
ঢাকা।

মহোদয়,

পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের ২৭-১০-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২৭তম সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত আপনার সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল :-

দফা ২৩১০/৪২৭/২০১১ (বিবিধ-১)
"পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০"-এর সংশোধনী অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বিষয়ের কার্যবিবরণীটি ১২-১২-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২৮তম সভায় নিশ্চয়করণ করা হয়।

উল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৭(সাত) দিনের মধ্যে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ ইমাম হোসেন)
সচিব

সংযুক্তি : বোর্ডের সিদ্ধান্তের এক্সট্রাক্ট।

পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের ২৭-১০-২০১১ তারিখে
অনুষ্ঠিত ৪২৭তম সভার কার্যবিবরণী হতে উদ্ধৃত।

দফা ২৩১০/৪২৭/২০১১ (বিবিধ-১)
"পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০"-এর সংশোধনী অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। সার-সংক্ষেপ ঃ

১.১। পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের ২৭-১০-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১১তম সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত বিধিমালা বাস্তবায়নে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়, যেমন: কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক চাঁদার হার ৩০/- টাকা হতে ২০০/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। চাঁদার হারের পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাসিক চাঁদা কর্তনে অনীহা প্রকাশ করেছে। এছাড়া আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত বিষয়ে কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটির সভায় আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয় ঃ-

বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী	সংশোধিত প্রস্তাব
৬। (ক) সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা ঃ প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ২০০/- (দুইশত) টাকা হিসেবে কর্তন করা হবে	৬। (ক) সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা ঃ প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ১০০/- (একশত) টাকা হিসেবে সদস্য চাঁদা কর্তন করা হবে।
৭। তহবিলের উৎস ঃ ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ২০০/- (দু'শ) টাকা হিসেবে চাঁদা কর্তনযোগ্য।	৭। তহবিলের উৎস ঃ ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হতে ১০০/- (একশত) টাকা হিসেবে চাঁদা কর্তনযোগ্য।
১২। চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদান ক) চাকুরীরত অবস্থায় কোন সদস্য যদি মৃত্যুবরণ করেন, সে ক্ষেত্রে মৃতের পরিবারকে অথবা মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনাক্রমে কমিটির কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন সর্বোচ্চ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা যাবে। খ) চাকুরীরত অবস্থায় কোন সদস্য চিকিৎসার সহায়তা অনুদান গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করলেও মৃত্যুবরণ অনুদান প্রদেয় হবে। গ) অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করলে অনুদান প্রদেয় হবে।	(১২) পিআরএল শেষে অনুদান অথবা চাকুরীরত/ পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদানঃ ক) পিআরএল শেষে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর অনুকূলে কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা ২০,০০০/- টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ ফেরত/অনুদান পাবেন। খ) চাকুরীরত অবস্থায় অথবা পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় অথবা পিআরএল পরবর্তী অনুদান গ্রহণের পূর্বে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অনুকূলে কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা ২০,০০০/- টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ মৃতের পরিবার অথবা মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ফেরৎ/অনুদান পাবেন।
১৪। চাকুরীরত অবস্থায়/পিআরএল ভোগরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে দাফন ব্যয় বাবদ অনুদান ঃ কর্মরত/পিআরএল ভোগরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মৃত্যুজনিত কারণে দাফন-কাফন বাবদ থোক ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদানযোগ্য (মৃত্যুজনিত সনদপত্র দাখিল সাপেক্ষে)।	১৪। বিলুপ্ত।
১৬। চাঁদা প্রত্যর্পণ ঃ কোন সদস্য স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান করলে বা চাকুরী হতে অপসারিত কিংবা বরখাস্ত হলে চাকুরীচ্যুতির তারিখ হতে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হবে এবং তহবিলে পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য চাঁদা প্রদান করে থাকলে নিজের পরিশোধিত চাঁদার অর্থ ফেরৎ পাবেন না। পাঁচ বা ততোধিক বছরের জন্য চাঁদা প্রদান করলে চাঁদার অর্থ মুনাফাবিহীন নিম্নোক্তভাবে ফেরৎ পাবেন ঃ ক) - স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ঃ ০% - ছয় বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৭০% - সাত বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৮০% - আট বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৮৫%	১৬। চাঁদা প্রত্যর্পণ ঃ কোন সদস্য স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান করলে বা চাকুরী হতে অপসারিত কিংবা বরখাস্ত হলে ইস্তফা/অপসারণ/ বরখাস্তের তারিখ হতে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হবে। চাকুরী হতে অপসারিত/বরখাস্ত হলে অথবা চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদানকারী পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য চাঁদা প্রদান করে থাকলে নিজের পরিশোধিত চাঁদার অর্থ ফেরৎ পাবেন না। তবে শুধুমাত্র ইস্তফা প্রদানকারী পাঁচ বা ততোধিক বছরের জন্য চাঁদা প্রদান করলে চাঁদার অর্থ মুনাফাবিহীন নিম্নোক্তভাবে ফেরৎ পাবেন ঃ ক)-স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ঃ ০% - ছয় বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৭০%

- নয় বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৯০% - দশ বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ১০০% খ) তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা প্রদানকালীন সময়ে যদি উক্ত সদস্য তহবিল হতে চিকিৎসা অনুদান পেয়ে থাকেন তা হলে তাঁর ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হবে না।	- সাত বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৮০% - আট বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৮৫% - নয় বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৯০% - দশ বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ১০০%

২। **সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত ঃ**

পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদের ২৭-১০-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত বিধিমালায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক চাঁদা ৩০/- টাকা হতে ২০০/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বর্ধিত হারে চাঁদা কর্তনের অসম্মতি জানায়। অন্যদিকে, কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পিআরএল শেষে কল্যাণ তহবিল হতে ১০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়ে আসছিল, যা অনুমোদিত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত নেই। স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যু জনিত করণে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সমাজ-কল্যাণ খাত হতে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা দাফন-কাফন বাবদ ব্যয় নির্বাহের নিয়ম সংস্থায় প্রচলিত আছে। ইহাছাড়া, অনুমোদিত বিধিমালায় চাঁদা প্রত্যর্পনের ক্ষেত্রে কোন সদস্য ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছর চাঁদা প্রদান করার পর চাকুরী হতে বরখাস্ত/অপসারিত হলেও নির্ধারিত হারে প্রদানকৃত চাঁদার অর্থ প্রত্যর্পনের সুযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায়, পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০-এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ নিম্নোক্তভাবে কার্যপত্রের অনুচ্ছেদ ৩-এর প্রস্তাব অনুযায়ী সংশোধন করা যেতে পারে ঃ-

(ক) চাঁদার হার পুন:নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ৬(ক) ও ৭ (ক) সংশোধন;

(খ) পিআরএল শেষে অনুদান অথবা চাকুরীরত অবস্থায়/পিআরএল-এ গমন করার পর মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদান সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ১২ সংশোধন;

(গ) অনুচ্ছেদ নং- ১৪ বিলুপ্ত;

(ঘ) চাকুরী হতে ইস্তফা/বরখাস্ত/অপসারণের ক্ষেত্রে চাঁদা প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১৬ সংশোধন।

৩। **আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ঃ**

কল্যাণ তহবিল খাত হতে উক্ত অর্থের ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৪। **কাঙ্ক্ষিত সুপারিশ ঃ**

কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ এ প্রস্তাবিত সংশোধনী বোর্ডের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বিনীতভাবে পেশ করা হয়।

৫। **আলোচনা ঃ**

৫.১। বোর্ডকে অবহিত করা হয় যে, পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের ২৭-১০-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১১তম সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত বিধিমালা বাস্তবায়নে কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়, যেমন: কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক চাঁদার হার ৩০/- টাকা হতে ২০০/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাসিক চাঁদা কর্তনে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, বিধিমালার আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ যথা পিআরএল শেষে অনুদান অথবা চাকুরীতে/পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদান, চাঁদার অর্থ প্রত্যর্পণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। এ সকল বিষয়ে কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটির সভায় আলোচনাক্রমে আনীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

৫.২। "পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০"-এর বিষয়ে উপস্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। সভায় পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, উক্ত বিধিমালার অনুচ্ছেদ "৭। তহবিল-এর উৎস ঃ" শিরোনামযুক্ত উপ-অনুচ্ছেদে "(ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ২০০/- (দুইশত) টাকা হিসেবে চাঁদা কর্তনযোগ্য" এর স্থলে "(ক) প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ১০০/- (একশত) টাকা হিসেবে প্রদেয় চাঁদা" এবং "চাঁদা প্রত্যর্পণ" শিরোনামযুক্ত অনুচ্ছেদ ১৬ এর 'ক' উপ-অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনে "পাঁচ বছরের উর্ধ্বে ছয় বছর পর্যন্ত চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ৬০%" সংযোজন করা যৌক্তিক হবে।

৬। সিদ্ধান্ত ঃ

বিস্তারিত আলোচনার পর বোর্ড পেট্রোবাংলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০-এ প্রস্তাবিত সংশোধনী নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপনের অনুমোদন প্রদান করে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)কে পরামর্শ প্রদান করে :-

বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী	সংশোধিত প্রস্তাব
৬। (ক) সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা ঃ প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ২০০/- (দুইশত) টাকা হিসেবে কর্তন করা হবে	৬। (ক) সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা ঃ প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ১০০/- (একশত) টাকা হিসেবে সদস্য চাঁদা কর্তন করা হবে।
৭। তহবিলের উৎস ঃ ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ২০০/- (দুইশত) টাকা হিসেবে চাঁদা কর্তনযোগ্য।	৭। তহবিলের উৎস ঃ ক) প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে ১০০/- (একশত) টাকা হিসেবে প্রদেয় চাঁদা।
১২। চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদান ক) চাকুরীরত অবস্থায় কোন সদস্য যদি মৃত্যুবরণ করেন, সে ক্ষেত্রে মৃতের পরিবারকে অথবা মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনাক্রমে কমিটির কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন সর্বোচ্চ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা যাবে। খ) চাকুরীরত অবস্থায় কোন সদস্য চিকিৎসার সহায়তা অনুদান গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করলেও মৃত্যুবরণ অনুদান প্রদেয় হবে। গ) অবসর প্রস্তুতি ছুটিকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করলে অনুদান প্রদেয় হবে।	(১২) পিআরএল শেষে অনুদান অথবা চাকুরীরত/ পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে অনুদানঃ ক) পিআরএল শেষে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর অনুকূলে কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা ২০,০০০/- টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ ফেরত/অনুদান পাবেন। খ) চাকুরীরত অবস্থায় অথবা পিআরএল-এ থাকা অবস্থায় অথবা পিআরএল পরবর্তী অনুদান গ্রহণের পূর্বে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অনুকূলে কল্যাণ তহবিলে সমগ্র চাকুরীজীবনে নিজ নামে প্রদানকৃত চাঁদা বা ২০,০০০/- টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ অর্থ মৃতের পরিবার অথবা মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ফেরৎ/অনুদান পাবেন।
১৪। চাকুরীরত অবস্থায়/পিআরএল ভোগরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে দাফন ব্যয় বাবদ অনুদান ঃ কর্মরত/পিআরএল ভোগরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মৃত্যুজনিত কারণে দাফন-কাফন বাবদ থোক ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদানযোগ্য (মৃত্যুজনিত সনদপত্র দাখিল সাপেক্ষে)।	১৪। বিলুপ্ত।
১৬। চাঁদা প্রত্যর্পণ ঃ কোন সদস্য স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে ইস্ততফা প্রদান করলে বা চাকুরী হতে অপসারিত কিংবা বরখাস্ত হলে চাকুরীচ্যুতির তারিখ হতে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হবে এবং তহবিলে পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য চাঁদা প্রদান করে থাকলে নিজের পরিশোধিত চাঁদার অর্থ ফেরৎ পাবেন না। পাঁচ বা ততোধিক বছরের জন্য চাঁদা প্রদান করলে চাঁদার অর্থ মুনাফাবিহীন নিম্নোক্তভাবে ফেরৎ পাবেন ঃ ক) - স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ঃ ০% - ছয় বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৭০% - সাত বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৮০% - আট বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৮৫% - নয় বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ৯০% - দশ বছর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হলে ঃ ১০০% খ) তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা প্রদানকালীন সময়ে যদি উক্ত সদস্য তহবিল হতে চিকিৎসা অনুদান পেয়ে থাকেন তা হলে তাঁর ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হবে না।	১৬। চাঁদা প্রত্যর্পণ ঃ কোন সদস্য স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান করলে বা চাকুরী হতে অপসারিত কিংবা বরখাস্ত হলে ইস্তফা/অপসারণ/ বরখাস্তের তারিখ হতে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হবে। চাকুরী হতে অপসারিত/বরখাস্ত হলে নিজের পরিশোধিত চাঁদার অর্থ ফেরৎ পাবেন না। তবে শুধুমাত্র ইস্তফা প্রদানকারী প্রদত্ত চাঁদার অর্থ মুনাফাবিহীন নিম্নোক্তভাবে ফেরৎ পাবেন ঃ- -স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে চাঁদা প্রদান ছয় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঃ ৬০% - চাঁদা প্রদান ছয় বছর হতে সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঃ ৭০% - চাঁদা প্রদান সাত বছর হতে আট বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঃ ৮০% - চাঁদা প্রদান আট বছর হতে নয় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঃ ৮৫% - চাঁদা প্রদান নয় বছর হতে দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঃ ৯০% - চাঁদা প্রদান দশ বা ততোধিক বছর পর্যন্ত ঃ ১০০%